যুগান্তর

JAN 1 2 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

আজ ভিকারুননিসা নূন স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব শুরু

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

অর্ধ শতাব্দী ধরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে আসছে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পথচলা ৫০ বছর পূর্তিকে স্মরণীয় করে তুলতে আয়োজন করা হয়েছে চারদিনব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের। আজ রাষ্ট্রপতি একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী উৎসবের উদ্বোধন করবেন। ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর ফিরোজ খান নূনের স্ত্রী বেগম ভিকারুননিসা নূনের উদ্যোগে এবং স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী সরকারি এবং বেসরকারি উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন ব্যক্তির সহযোগে প্রিপারেটরি স্কুল হিসাবে ভিকারুননিসা নূন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৩ সালে মিনিস্ট্রি কর্তৃক এবং ১৯৬০ সালে ক্যাম্ব্রিজের পাশাপাশি ইংরেজি মাধ্যমে এসএসসি চালু হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে বাংলা মাধ্যম চালু হয়। এর কলেজ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৮ সালে। শুরু থেকেই স্কুলটির উন্নত মান এবং ভাল ফলাফল অভিভাবকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্তৃপক্ষ স্কুলকে বর্ধিত করেন। ১৯৮৬ সালে মূল ভবনের প্রভাতী শাখার পাশাপাশি দিবা শাখা খোলা হয়। ১৯৯৫ সালে ধানমণ্ডিতে দিবা ও প্রভাতী শাখা চালু হয়। ১৮ বিঘা জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত মূল শাখায় বর্তমানে একটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলসহ তিনটি মূল এবং একটি কলেজ রয়েছে। ভিকারুননিসা : পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : ১

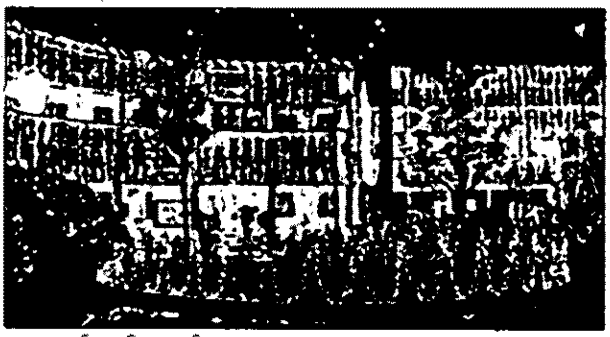

আলোকসজ্জিত ভিকারুননিসা নূন স্কুল —যুগান্তর

ভিকারুননিসা : সুবর্ণ জয়ন্তী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ধানমণ্ডি শাখার স্কুলসংখ্যা দুটি। আর ২০০১ সালে ইংরেজি, অর্থনীতি, বিবিএ ও কম্পিউটার বিজ্ঞান নিয়ে সংযোজিত হয়েছে আধুনিক ভিকারুন নিসা বিশ্ববিদ্যালয়। পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলছে।

ঢাকার তথা বাংলাদেশের অগ্রসমান শিক্ষাঙ্গনগুলোর মধ্যে ভিকারুন নিসা নূন সর্বমহলে সনামে সখ্যাত। বিশেষ করে দেশের নারী শিক্ষার উন্নয়নে এ স্কুলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষিত মা একটি শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম অবলম্বন। প্রাচীন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অর্ধশতাব্দী ধরে অসংখ্য ফুল ফুটিয়ে চারদিকে নিজের সৌরভ ছড়াচ্ছে। সেই '৫২ সালের প্রিপারেটরি স্কুল আজ দুটি শাখায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। বর্তমানে স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা দশ সহস্রাধিক। আজ সেই ভিকারুন নিসা নূন নামের মহীয়সী নারী বেঁচে নেই। কিন্তু তার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী যোগ্য নাগরিকের পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে দেশ গড়ার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করছে।

সেসব সাবেক শিক্ষার্থীর মহামিলন হবে এ উৎসবে। এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী এ প্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়া শেষ করেছেন। তাদের মধ্যে প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থী উৎসবে যোগ দেবেন। এদের মধ্যে ২৫ জন সাবেক ছাত্রও রয়েছেন। মেয়েদের স্কুল হিসাবে পরিচিত এ স্কুলে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ছাত্রদের পড়ার সুযোগ ছিল। চারদিনব্যাপী উৎসবকে উদ্বোধনী, সাবেক ছাত্রছাত্রী দিবস, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী দিবস ও সমাপনী- এ চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বেইলিরোডের স্কুল প্রাঙ্গণে আজ বিকাল ৩টায় শুরু হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে রাষ্ট্রপতি একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী উৎসবের উদ্বোধন করবেন। চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় সভাপতিত্ব করবেন ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মেজর (অব.) মনজুর মন্নান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে আজ সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং স্কুলের ছাত্রীদের অংশগ্রহণে নাটক পরিবেশন করা হবে।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানমালা সাজিয়েছেন স্কুলের সাবেক ছাত্রছাত্রীরা। এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- সাবেক ও বর্তমান ছাত্রীদের র‌্যালি ও তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন। সেমিনার, দশকভিত্তিক সাবেক ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিচারণ, আড্ডা, সাংস্কৃতিক ও পারফর্মিং অনুষ্ঠান এবং এলআরবি ব্যান্ডের পরিবেশনায় ব্যান্ড শো। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইতিমধ্যে গঠিত এলামনাই এসোসিয়েশন পূর্ণ উদ্যমে এর কার্যক্রম শুরু করবে।

তৃতীয় দিন অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বর স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানমালাও সাজানো হয়েছে সেমিনার, আড্ডা, স্মৃতিচারণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে। প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী মির্জা আব্বাস। আর সমাপনী উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক।

ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তীর বিষয়ে অধ্যক্ষ হামিদা আলী বলেন, 'পঞ্চাশ বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিটি ক্ষণকে স্মরণ করতেই আমাদের এ আয়োজন। বিগত অর্ধশতাব্দীর উন্মাদনা যেন আগামী ৫০ বছরকেও ছুঁতে পারে এমনি গভীর মমতায়, ভালবাসায় এবং সৌন্দর্যে স্বতঃস্ফূর্ত মহিমায়।'